তারিখ 2 0 MAY 2016 ......
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৩...

কালের কণ্ঠ

সংবাদ সম্মেলনে সেলিম ওসমান

শিক্ষকই দোষ স্বীকার করে কান ধরে উঠবোস করেছেন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের (শহর ও বন্দর) সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান বলেছেন, 'শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় বিজ্ঞ আদালত রুল জারি করেছেন। এখন আদালত যদি আমাকে ফাঁসিও দেন, তাহলেও আপত্তি করব না। মাথা পেতে নেব। তবে এটা মনে করব যে জাহান্নামের আগুন থেকে আমি বেঁচে গেছি।' ওই শিক্ষককে (শ্যামল কান্তি ভক্ত) কান ধরে উঠবোস করানোর ঘটনায় ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'আমি কার কাছে ক্ষমা চাইব, যিনি আল্লাহ ও রাসুলকে কটূক্তি করেছেন তাঁর কাছে? তবে আমি লজ্জিত এবং সমাজের কাছে দুঃখিত যে তাঁরা এমন একটি ভিডিও দেখেছেন, যাতে তাঁরা আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি কোনো শিক্ষককে শাস্তি দেই নাই। বরং ওই শিক্ষকই তাঁর দোষ স্বীকার করে কান ধরে উঠবোস করেছেন এবং জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তবে ওই মুহূর্তে জনতাকে শান্ত করতেই আঙুল দিয়ে ইশারা করতে হয়েছে আমাকে। একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে বাঁচাতে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

শিক্ষকই দোষ স্বীকার করে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে রক্ষা করতে এসব কিছু করতে হয়েছে।' বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিমিটেড মিলনায়তনের তৃতীয় তলায় এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে সেলিম ওসমান এসব কথা বলেন।

সেলিম ওসমান আরো বলেন, "যখন মাস্টারকে কান ধরে উঠবোস করানো হয় তখন এলাকার লোকজন 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' স্লোগান দেয়। অথচ সেখানে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান জুড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর আমি প্রধান শিক্ষককে পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম। মাস্টার এখন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। অথচ কেউ খবর নিল না এর খরচ কে চালাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকের দুই বছর আগে ব্রেন স্ট্রোক করেছিল। এ ধরনের একজনকে কিভাবে প্রধান শিক্ষক বানানো হয়েছিল সেটাও আমার বোধগম্য নয়। এরই মধ্যে আমার পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের লোকজন তদন্ত করেছে। তারা জানিয়েছে, এ মাস্টারকে সবাই তার-ছেঁড়া মাস্টার হিসেবেই জানে।"

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বাতিল, সাময়িক বরখাস্ত হওয়া শিক্ষককে স্বপদে বহাল এবং তাঁর ধর্ম অবমাননার প্রমাণ না পাওয়ার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা প্রসঙ্গে সেলিম ওসমান বলেন, 'আমি রিপোর্ট পাইনি। আমিও তো আসামি, আমাকেও তো প্রশ্ন করতে হবে। আমি উন্মাদ না, আমার কাছে ওই শিক্ষকের কটূক্তির প্রমাণ আছে। সেগুলো আমি প্রকাশ করব।'

জাতীয় পার্টির এই সংসদ সদস্য বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কিন্তু সেই কমিটি আমার কাছে এখনো আসেনি। এই তদন্ত যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চেম্বার অব কমার্স, বিকেএমইএ ও ফেডারেশনের চেয়ারে বসব না।' এমনকি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধিবেশনেও যাবেন না বলে ঘোষণা দেন তিনি।

সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে সেলিম ওসমান বলেন, 'শুক্রবার সকাল ১০টায় ওই স্কুলের হিসাব-নিকাশ নিয়ে একটি সভা ডাকা হয়েছিল। ওই স্কুলে আমার ব্যক্তিগত তহবিল হতে ৫০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় স্কুল শিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে স্কুলের একটি কক্ষে আটকে রাখে। পুলিশ ও স্থানীয়রা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না। দুপুর ১২টায় আমাকে ফোন করা হয়। তখন আমি স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করি, তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে পারবে কি না। উত্তরে তারা হ্যাঁ জানায়। আমি বিকেল ৪টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছাই। দেখি পাঁচ হাজারের মতো লোক বৃষ্টিতে ভিজে সেখানে উপস্থিত রয়েছে। তাদের মধ্যে ৮০০ থেকে এক হাজার নারীও ছিল। লোকজন আমাকে বলে, এমপি সাহেব, শিক্ষক যেন ঘর থেকে বের হতে না পারে। মাস্টারকে আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে আমি বন্ধ ঘরে থাকা হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে জানতে চাই তিনি ধর্ম নিয়ে কোনো কটূক্তি করেছেন কি না। প্রধান শিক্ষক আমাকে বলেন, হয়তো আমার মাথা ঠিক ছিল না। আমার মাথা নষ্ট। কটূক্তি করলেও করতে পারি। আমি তিন কন্যার বাবা, আমি একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। আপনি আমাকে রক্ষা করেন। তখন তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনি এখন কী করবেন। তখন প্রধান শিক্ষক কানে ধরে উঠবোস করার কথা জানান। এরপর আমি তাঁকে ঘর থেকে বের করে আনি। হেডমাস্টার কান ধরে উঠবোস করেন। হ্যাঁ, তখন আমি এলাকাবাসীর জন্য পরিস্থিতি সামাল দিতে আঙুল দিয়ে উঠবোস করতে বলেছিলাম।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক প্রবীর কুমার সাহা, বিকেএমইএর সহসভাপতি জি এম ফারুক, বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লিটন সাহা, বাংলাদেশ হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নাজমুল আলম সজল, নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহসভাপতি মঞ্জুরুল হক, আবদুস সোবহান, নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট খোকন সাহা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমান মিঞা, বন্দর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মুকুল, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আবুল জাহের, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি কমান্ডার গোপীনাথ দাস, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুজন কুমার সাহা প্রমুখ।